ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 097 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৯৭ ● কলকাতা ● ২৬ চৈত্র, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ১০ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 256

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কারণ, পাইপ খুঁজতে হবে না, খোঁজা হয়ে গেছে, ধরা আছে। কেবল পাইপের ব্যবহার করা বাকী। গুরুকে ধরাই যথেষ্ট নয়, গুরুর শরীররূপী মাধ্যমের বাইরে খোঁজ করার আবশ্যকতা আছে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে গুরু-সান্নিধ্যের সময় হল জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। কিন্তু এরকম সান্নিধ্যের সময় সাধকের তাঁর পূর্ব কর্মের অনুসারেই প্রাপ্ত হবে। **ক্রমশঃ**

রাত ১০টা থেকে ২টো পর্যন্ত এলাকা পরিদর্শন করতে হবে! নির্দেশ কলকাতার পুলিশ কমিশনারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাত ১০টা থেকে ২টো পর্যন্ত রাস্তায় থাকতে হবে কলকাতার সিনিয়র পুলিশ আধিকারিকদের। এমনটাই নির্দেশ দিলেন পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ। বৃহস্পতিবার তিনি শহরের সিনিয়র পুলিশকর্তাদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছেন। সেখানেই এই নির্দেশ দিয়েছেন। জানিয়েছেন, সিনিয়র আধিকারিকদের আরও বেশি করে প্রকাশ্যে আসতে হবে। রাতবিরেতে এলাকা পরিদর্শন করতে হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনও মামলায় অফিসারদের কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করতে বলেছেন সিপি। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিতে পারবেন এই অফিসারেরা।ভোটের মুখে সুপ্রতিম সরকারকে কলকাতার সিপি পদ থেকে সরিয়ে অজয়কে নিয়োগ করেছে কমিশন। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বৃহস্পতিবারও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, তাঁর পদযাত্রায় নিরাপত্তার সঠিক ব্যবস্থা করেনি পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের তরফে

এরপর ৫ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে বাংলা-উড়িষ্যা সীমান্তে কড়া নজরদারি, হাতিবাড়ি-নুড়িশোল নাকা পয়েন্টে তল্লাশি, উদ্ধার ৪ লক্ষ টাকা

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে প্রশাসনের তৎপরতা। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণ নিশ্চিত করতে সর্বত্র জোরদার করা হচ্ছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঝাড়গ্রাম জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে ইতিমধ্যেই ওড়িশা সীমান্তবর্তী নয়াগ্রাম বিধানসভা এলাকায় কড়া নজরদারি শুরু করেছে পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও নির্বাচন কমিশন।

জানা গিয়েছে, সীমান্ত এলাকার মোট পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে নাকা চেকিং চালানো হচ্ছে। প্রতিটি চেকপোস্টে কেন্দ্রীয় বাহিনী, জেলা পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন। পাশাপাশি, নজরদারির জন্য বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। প্রতিটি গাড়ি থামিয়ে খুঁটিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে এবং সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করা হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। বৃহস্পতিবার গোপীবল্লভপুর থানা এলাকার বাংলা ও উড়িষ্যা সীমান্ত সংলগ্ন হাতিবাড়ি ও নুড়িশোল নাকা পয়েন্টে একাধিক গাড়ি থামিয়ে কড়া নজরদারি চালানো হয়। উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সারফরাজ, গোপীবল্লভপুর থানার আইসি অজয় কুমার সিং-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সারফরাজ জানান, সম্প্রতি এলাকায় দুটি পৃথক জায়গা থেকে মোট চার লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। দু'টি স্থান থেকেই দু'লক্ষ টাকা করে বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া অর্থ অবৈধ নয়। তবে নির্বাচনকালীন বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথিপত্র না থাকায় ওই অর্থ আটক করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচন বিধি কার্যকর হওয়ার পর ৫০ হাজার টাকার বেশি নগদ অর্থ বহনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মানা বাধ্যতামূলক। সেই নিয়ম না মানার ফলেই টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বর্তমানে উদ্ধার হওয়া অর্থের সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখছেন পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। এছাড়াও নির্বাচনের আগে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে সীমান্তবর্তী এলাকায় বিভিন্ন নাকা পয়েন্টে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।

রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়ে দিয়েছিলেন, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সব রকম পদক্ষেপ করবেন তাঁরা। সেই মতো কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আরও বাহিনী প্রয়োজন বলে শাহের মন্ত্রককে জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। তাদের সঙ্গে কথোপকথনের ভিত্তিতে নতুন করে বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, এই ১৫০ কোম্পানি বাহিনীর মধ্যে সিএপিএফ (কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী) রয়েছে ৯৫ কোম্পানি। এ ছাড়া, মিজ়োরাম, অসম, মেঘালয়, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, ছত্তীসগঢ় এবং ঝাড়খণ্ড থেকে এসএপি (বিশেষ সশস্ত্র পুলিশ) পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ করা হচ্ছে। আগামী দিনে প্রয়োজনে বাহিনীর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

রাজ্যে নতুন করে ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। অমিত শাহের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আরও বাহিনী পাঠাচ্ছে। এর আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ২৪০০ কোম্পানি বাহিনী নিযুক্ত ছিল। এ বার তা বেড়ে দাঁড়াল ২৫৫০ কোম্পানিতে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, বাহিনীর সংখ্যা এর পরেও আরও কিছুটা বাড়ানো হতে পারে। রাজ্যে সুষ্ঠু, অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ

এরপর ৩ পাতায়

মেজবিলে মিঠুনের জনসভায় নজিরবিহীন ভিড়,উচ্ছ্বসিত বিজেপি শিবির

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার ফালাকাটার পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মেজবিলের রাসমেলার মাঠে আয়োজিত বিজেপির জনসভা কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়।বিকেলের এই সভায় রেকর্ডসংখ্যক মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মাঠের প্রতিটি কোণ জনতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে; এমনকি আশপাশের বাড়ির

ছাদেও ভিড় জমাতে দেখা যায় কৌতূহলী মানুষকে। জনপ্রিয় অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী কে এক

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

মেজবিলে মিঠুনের জনসভায় নজিরবিহীন ভিড়,উচ্ছ্বসিত বিজেপি শিবির

ঝলক দেখার আশায় দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সভাস্থলের পাশ দিয়ে যাওয়া মহাসড়ক পর্যন্ত জনতার ভিড় ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপির ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের সংযোজক জয় সূত্রধর দাবি করেন, এদিন প্রায় ১২ হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল। তাঁর কথায়, এত বিপুল ভিড়ের প্রত্যাশা আমাদেরও ছিল না।বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ মিঠুন চক্রবর্তীর আগমন ঘটে। তাঁকে মঞ্চে বরণ করে নেন দলের নেতৃত্ব। সভার শুরুতে প্রার্থী দীপক বর্মন, প্রবীণ নেতা হেমন্তকুমার রায় ও প্রাক্তন জেলা সভাপতি ভূষণ মোদক বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে জেলা সভাপতি মিঠু দাস স্বাগত ভাষণ দেন।

নিজের ভাষণে মিঠুন চক্রবর্তী রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। একাধিক ভাতা প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি বেকার ভাতা নিয়েও কটাক্ষ করেন। তবে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের প্রসঙ্গে তিনি বলেন,এই সুবিধা গ্রহণ করুন, কারণ এটি আপনাদের করের টাকায় পরিচালিত। একই সঙ্গে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে।এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান নিয়েও সমালোচনা শোনা যায় তাঁর বক্তব্যে। তৃণমূলের প্রচারের পাল্টা জবাবে খাদ্যাভ্যাস সংক্রান্ত বিতর্ককেও খণ্ডন করেন তিনি।ভাষণের শেষে তাঁর জনপ্রিয় সংলাপ শোনাতে শুরু করলে উপস্থিত জনতা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে এবং হাততালিতে মুখরিত হয় সভাস্থল। সব মিলিয়ে মেজবিলের এই জনসভা বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

(২ পাতার পর)

রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কমিশনের

বলে দাবি।

২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় বিধানসভা ভোট হয়েছিল। এ বার দফার সংখ্যা দুই করেছে কমিশন। আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল দুই দফায় ভোট হবে। ফল ঘোষণা ৪ মে। ভোটের দফা কমানোর সঙ্গে সঙ্গেই দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়ে দিয়েছিলেন, অবাধ, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সব রকম পদক্ষেপ করবেন তাঁরা। নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখা হবে না। সেই মতো এ বারের ভোটে পর্যবেক্ষকের সংখ্যাও নজিরবিহীন ভাবে বেশি। প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য এক জন করে সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে কমিশন। পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত পর্যবেক্ষকের সংখ্যাও আগের চেয়ে বাড়ানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের ভোটের জন্য প্রথমে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। গত ১৯ মার্চ বিবৃতি জারি করে অতিরিক্ত আরও ১৯২০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের কথা জানায় কেন্দ্র। ১৭ এপ্রিলের মধ্যে এই বাহিনী মোতায়েতের কথা বলা হয়েছিল। ভোট ঘোষণা হওয়ার আগে থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই সমস্ত জওয়ান রাজ্যে চলে এসেছেন। পাড়ায় পাড়ায় টহলও দিচ্ছেন। চলছে রুটমার্চ। তার মধ্যেই বুধবার আরও ১৫০ কোম্পানি অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েনের কথা জানানো হল। কেন্দ্র জানিয়েছে, ১৮ এপ্রিলের মধ্যে এই বাহিনীকে রাজ্যে এসে কাজ শুরু করে দিতে হবে।

ভবানীপুরে জিতে দেখানোর প্রতিশ্রুতি শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভবানীপুর নন্দীগ্রামের প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর সমর্থনে হলদিয়াতে সভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর মোদীর সামনেই ভবানীপুরে জিতে দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন শুভেন্দু। তিনি বললেন, ভবানীপুরে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে হারাবেনই। কেবল প্রয়োজন মোদীর আশীর্বাদ। তিনি চ্যালেঞ্জও

দিলেন পূর্ব মেদিনীপুরে ১৬ আসনেই পদ্ম ফুটবে।শুভেন্দুর বক্তব্যকে বিশেষ আমল দিতে নারাজ তৃণমূল। তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, "কথাতে তো কোনও ট্যাক্স লাগে না। প্রধানমন্ত্রী তো আগেরবারও বলেছিলেন ২০০ পার করবে বিজেপি।"শুভেন্দু বলেন, "নন্দীগ্রামে তো আমাকে জিততেই হবে। ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে আবার হারাতে হবে। আমি আপনার আশীর্বাদ চাই। আপনি যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি

এরপর ৬ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য ৬ গ্যারান্টির কথা বললেন নরেন্দ্র মোদি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সকালে আবহাওয়া খারাপ। সেই কারণে দেরি হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা শুরু হতে। সময়ের বেশ অনেকটা পরই কলাইকুণ্ডায় অবতরণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিমান। তারপর সেখান থেকে চপারে করে হলদিয়া পৌছন তিনি। হলদিয়ার পর আসানসোল ও সিউড়িতেও সভা করবেন তিনি। এদিন হলদিয়ার সভা থেকে ৬ গ্যারান্টির কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর এই ৬ গ্যারান্টির পাল্টা বক্তব্য রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "মেয়েদের জন্য কন্যাশ্রী আছে, সংখ্যালঘুদের জন্য ঐক্যশ্রী আছে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। তফশিলি ও আদিবাসীদের জন্য শিক্ষাশ্রী আছে। ওবিসিদের জন্য মেধাশ্রী আছে। একটা মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলে ২৫ হাজার টাকা সরকার দেয়। রূপশ্রী প্রকল্প। স্বাস্থ্য সাথী করেছি কি করিনি? ৫ লক্ষ টাকা করে।"হলদিয়ার এই জনসভা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য ৬টি গ্যারান্টি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রথম গ্যারান্টি তিনি দিয়েছেন, বিজেপি ভয়ের বদলে ভরসা দেবে। তিনি বলেন, "তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ভয় দেখিয়েছে। সরকার ও সরকারি সিস্টেমকে ভয়ের মাধ্যম তৈরি করেছে। বিজেপি সরকার ভয়ের বদলে ভরসা দেবে।"

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে বোমা তৈরির কুটির শিল্প চলছে

নির্বাচনের আগে হলদিয়া এবং আসানসোলের পাশাপাশি বীরভূমের সিউড়িতেও সভা করেছেন নরেন্দ্র মোদি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সিউড়ি থেকে বিজেপির হয়ে লড়বেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। এদিন সিউড়ির সভা থেকে নরেন্দ্র মোদির মুখে শোনা গিয়েছে বীরভূমের বগটুইয়ের ঘটনার কথা। এছাড়াও শাসক দলকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এই রাজ্যে বোমা তৈরির কুটির শিল্প চলছে।ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর কোচবিহারে প্রথম সভা করেন নরেন্দ্র মোদি। কোচবিহারের রাস মেলার মাঠে সভা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর দ্বিতীয় সভার দিন ছিল আজ ৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার। একসঙ্গে তিন জায়গায় সভা করেন নরেন্দ্র মোদি। বিধানসভা নির্বাচনের আগে মোদির সভা হোক কিংবা ব্রিগেডের জনসভা, সর্বত্রই নরেন্দ্র মোদির মুখে শোনা গিয়েছে, 'বেছে বেছে হিসেব নেওয়া হবে।' তৃণমূল সরকারকে বিদায় করলেই পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণ হবে, উন্নয়ন হবে, একথাও বারংবার শোনা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর মুখে। আগের সভাগুলির মতোই আজকের তিন সভাতেও বিরোধীদের, বলা ভাল তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে নানা বিষয়ে কটাক্ষ করতে, কার্যত তুলোধনা করতে দেখা গিয়েছে নরেন্দ্র মোদিকে। বিভিন্ন খাতে দুর্নীতি, পশ্চিমবঙ্গের অনুপ্রবেশকারীদের প্রবেশ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে লুঠ - সব বিষয়েই তৃণমূল সরকারকেই বারবার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন মোদি।অলিতে গলিতে বোমা তৈরির কারখানা রয়েছে। কাঁচা বোমা তৈরি হচ্ছে।' এর পাশাপাশি বীরভূমের 'গ্যাং ওয়ার' থেকে 'বালি-পাথর লুঠ', কোনও কিছু নিয়েই বিরোধীদের আক্রমণ করতে ছাড়েননি মোদি।

সিউড়ির সভা থেকে বৃহস্পতিবার মোদি বলেন, 'এখানে সবার ভবিষ্যতও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দেশ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। আর এ রাজ্যে বোমা ও অস্ত্র ভাণ্ডার বানাচ্ছে তৃণমূল। পশ্চিমবঙ্গে বোমা তৈরির কুটির শিল্প চলছে। প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভর হচ্ছে দেশ, আর বাংলা বোমা তৈরির কুটির শিল্পে। প্রাকৃতিক সম্পদও লুঠ করছে তৃণমূল সরকার।'

সরাসরি শাসক দলকে নিশানা করে মোদি বলেন, 'তৃণমূলের মহা-জঙ্গলরাজের সাক্ষী বীরভূম। এখানকার বগটুই মানবতার লজ্জা। বীরভূমে গ্যাং-ওয়ার ও বালি-পাথর নিয়ে লুঠ চলছে। তৃণমূল নেতাদের আশীর্বাদেই সব চলছে। বাংলার মাটি দখল করে নিচ্ছে অনুপ্রবেশকারীরা। তৃণমূলের লোকেরা অনুপ্রবেশকারীদের জন্য জাল নথি বানিয়ে দিচ্ছে। দেশের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ অনুপ্রবেশকারীরা। বিজেপি ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশকারীদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে বিশেষ তদন্ত হবে। অনুপ্রবেশকারীদের তাড়িয়ে মদতদাতাদের জেলে ভরা হবে। এটাই মোদির গ্যারান্টি।'

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(বোত্রিশতম পর্ব)

বলেছিলেন, বনের ভেতর দুখের আর এক মা আছে। মায়ের কথা মতো দুখে তখন সেই বনের মা'কে স্মরণ করে। জলে জঙ্গলে আলোড়ন ওঠে। খুদে দুখের সামনে এসে

(৩ পাতার পর)

দাঁড়ান অসামান্য রুপসী এক তরুণী বনবিবি, হাতে খোলা তলোয়ার। কোলে তুলে নেন দুখে'কে। সব শুনে তাঁর চোখদু'টি রক্তজবার মতো লাল হয়ে ওঠে।

দুখে'কে আদর করে অনেক ধনরত্ন দিয়ে কুমিরের পিঠে চড়িয়ে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। ক্রোধে আগুন বনবিবির আদেশে তখন বনবিবির ভাই শাহ জঙ্গলী, যুদ্ধসাজে সজ্জিত

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য ৬ গ্যারান্টির কথা বললেন নরেন্দ্র মোদি

মোদির দ্বিতীয় গ্যারান্টি দিয়েছেন মোদি। তিনি বলেছেন, সরকারি সিস্টেম জনতার জন্য। তা জনতাকে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবে। ফাইল খোলা হবে, তৃতীয় গ্যারান্টি দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, "এতদিন ধরে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে, মহিলাদের উপর যা যা অত্যাচার হয়েছে, বিজেপির সরকার ক্ষমতায় এলে সেই সমস্ত ফাইল নতুন করে খোলা হবে।"

চতুর্থ গ্যারান্টিও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "তৃণমূল জমানায় যারাই দুর্নীতি করেছে, সকলের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাদের জায়গা হবে জেলের অন্ধকারে। মন্ত্রী হোক বা সান্ত্রী, আইন সকলের হিসাব করবে। তৃণমূলের কোনও গুণ্ডা আইনের হাত থেকে বাঁচবে না। তৃণমূলকে মানুষের টাকা খেতে দেবে না মোদি।"

এরপর তিনি দিয়েছেন পঞ্চম গ্যারান্টি। "যাঁরা শরণার্থী, তাঁরা সব সুযোগ সুবিধা পাবেন। কিন্তু যারা অনুপ্রবেশকারী, তাদের বের করে দেওয়া হবে। তাদের ভারতে থাকতে দেওয়া হবে না। এরপর তিনি দেন ষষ্ঠ গ্যারান্টি। "পশ্চিমবঙ্গের সব সরকারি কর্মচারী, সব শিক্ষক, অন্য পেশায় থাকা চাকরিজীবীদের এতদিন ধরে এই সরকার ভয় দেখিয়ে রেখেছে। মোদি আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। বিজেপি আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। আপনারা পদ্মফুলে ছাপ দিন। বিজেপি সরকার তৈরি হলেই এখানে সপ্তম পে কমিশন লাগু করা হবে।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

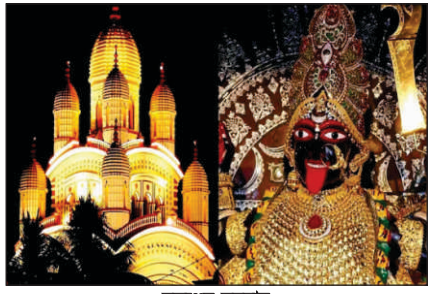

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিন্তু অন্যত্র কোথাওই তাঁর পরিচয় দেবতা দ্যৌ নিরপেক্ষ নয়। এ-ছাড়া বৃহদ্দিবা, রাকা প্রভৃতি দেবীরা ঋগ্বেদে এমনই নগণ্য স্থান অধিকার করেছেন যে তাঁদের কথা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনাই নিষ্প্রয়োজন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রাজ্যে বিপুল সংখ্যায় ভোটদান, শীর্ষে পুদুচেরি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আ সাম, কেরালাম ও পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক হারে ভোট পড়ল। বিকেল ৫টা নাগাদ ভোটার উপস্থিতির পরিসংখ্যান থেকে ভোটারদের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পুদুচেরিতে সর্বোচ্চ ৮৬.৯২ শতাংশ ভোট পড়েছে। এরপরই ৮৪.৪২ শতাংশ উপস্থিতি নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আসাম, আর কেরালামে ভোট পড়েছে ৭৫.০১ শতাংশ।প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, পুদুচেরিতে ভোটার উপস্থিতির হার ৮৬ শতাংশের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এনডিএ জোট তাদের ক্ষমতা ধরে রাখার লক্ষ্যে লড়ছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট এআইএনআরসি - নেতৃত্বাধীন জোটকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং প্রশাসনিক টানাপোড়েন সংক্রান্ত বিষয়গুলোকেই তারা তাদের নির্বাচনী প্রচারণার মূল ইস্যু হিসেবে তুলে ধরছে।আসামের মোট ১২৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আনুমানিক ৮৪.৪২ শতাংশ ভোট পড়েছে। এই পরিসংখ্যান ২০২১ সালের নির্বাচনে রেকর্ড করা ৮২.০৪ শতাংশ ভোটের হারকেও ছাড়িয়ে গেছে। রাজ্যটিতে বর্তমানে এক হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে-যেখানে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় ফেরার লক্ষ্যে লড়ছে, অন্যদিকে কংগ্রেস এক দশক পর আবারও ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচনী ময়দানে নেমেছে।

বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে ডালগাঁওয়ে সর্বোচ্চ ৯৪.৫৭ শতাংশ ভোট পড়েছে, আর সর্বনিম্ন ৭০.৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে আমরি কেন্দ্রে। এক দফায় অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে মোট ৭২২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। রাজ্যের ৩৫টি জেলায় ছড়িয়ে থাকা মোট ৩১,৪৯০টি ভোটকেন্দ্রে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে।

কেরালামে ১৪০টি বিধানসভা আসনের সবকটিতে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সন্ধ্যা ৬টায় শেষ হয়। তবে নির্ধারিত সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পরেও বেশ কিছু ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেসব ভোটার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের টোকেন দেওয়া হয় এবং ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। বিকেল ৫টা নাগাদ রাজ্যটিতে মোট ৭৫.০১ শতাংশ ভোট পড়েছিল, যা ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রেকর্ড করা ৭৪.০৬ শতাংশ ভোটের হারের চেয়ে সামান্য বেশি। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সব ভোটারের ভোটদান সম্পন্ন হওয়ার পর চূড়ান্ত ভোটার উপস্থিতির পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতেও ৩০টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সন্ধ্যা ৬টায় শেষ হয়। নির্ধারিত সময়ের আগেই যেসব ভোটার ভোটকেন্দ্রে পৌঁছেছিলেন, তাঁদের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

(১ম পাতার পর)

রাত ১০টা থেকে ২টো পর্যন্ত এলাকা পরিদর্শন করতে হবে! নির্দেশ কলকাতার পুলিশ কমিশনারের

সাধারণ মানুষের উদ্দেশে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ভয়, প্রলোভনমুক্ত পরিবেশে ভোট করানোর জন্য কলকাতা পুলিশ বদ্ধপরিকর। যে কোনও অশান্তি কঠোর হাতে দমন করা হবে। ছাপ্পা বা বুথ জ্যামের চেষ্টা হলে কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনগণকে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করছে পুলিশ। কেউ ভোট দিতে বাধা পেলে থানায় জানাতে বলা হয়েছে।বৃহস্পতিবারের বৈঠকে ছিলেন শহরের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার এবং ডিসি পদমর্যাদার অফিসারেরাও। তাঁদেরও রাতে এলাকা পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নাকা তল্লাশির সময় এই আধিকারিকেরা উপস্থিত থাকবেন। নজরদারি চালাবেন গোটা প্রক্রিয়ার উপর। এমনকি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গেও এই সিনিয়র আধিকারিকদের থাকতে বলা হয়েছে। ভোটের আগে এলাকা পরিদর্শন এবং নজরদারিতেই জোর দেওয়া হচ্ছে।

আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল দুই দফায় পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। কলকাতায় ভোট রয়েছে ২৯ তারিখ। ভোটের ফলাফল জানা যাবে ৪ মে। এই পর্যায়ে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে। কলকাতায় একাধিক অশান্তির ঘটনায় ইতিমধ্যে পুলিশ কমিশনার ভর্ৎসিত হয়েছেন। ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘটনায় দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার কলকাতার সিপি অজয়কে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, "আইপিএস হয়ে কলকাতা সামলাতে পারছেন না? আপনাকে কি প্রশিক্ষণ দিতে হবে?" এর পর শহরের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে সিপি বৈঠক করলেন লালবাজারের কর্তাদের সঙ্গে।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

মমতার জনসভা। অভিষেকের সাংগঠনিক বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা ভোটের প্রচারে ফের রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার তিন জেলায় তাঁর তিনটি জনসভা রয়েছে। প্রথম সভাটি রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায়। দ্বিতীয়টি পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে। তৃতীয়টি বীরভূমের সিউড়িতে। এর আগে গত রবিবার কোচবিহারের জনসভা থেকে রাজ্য সরকার এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি। এ বার তিন জেলা ঘুরে প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন দলীয় কর্মী-সমর্থকদের, সে দিকে নজর থাকবে আজ।আইপিএলে আজ চতুর্থ ম্যাচ খেলতে নামছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ইডেনে বিপক্ষে কলকাতারই শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েন্‌কার লখনউ সুপার জায়ান্টস। তিন ম্যাচে ১ পয়েন্ট পেয়েছে নাইটরা। গত সোমবার এক পয়েন্ট এসেছে বৃষ্টির হাত ধরে। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৩.৪ ওভারে ২৫ রানে ২ উইকেট পড়ে গিয়েছিল কেকেআরের। তারপর বৃষ্টির জন্য আর খেলা হয়নি। লখনউয়ের এটি তৃতীয় ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে হারার পর দ্বিতীয় ম্যাচে জিতেছেন ঋষভ পন্থেরা। লখনউয়ের বিরুদ্ধে কি ঘুরে দাঁড়াবে অজিঙ্ক রাহানের দল? খেলা শুরু সন্ধ্যা ৭:৩০ থেকে। খেলা দেখা যাবে স্টার স্পোর্টস চ্যানেল ও জিয়োহটস্টার অ্যাপে।বিধানসভা ভোটের প্রচারে ফের রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার তিন জেলায় তাঁর তিনটি জনসভা রয়েছে। প্রথম সভাটি রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায়। দ্বিতীয়টি পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে। তৃতীয়টি বীরভূমের সিউড়িতে। এর আগে গত রবিবার কোচবিহারের জনসভা থেকে রাজ্য সরকার এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি। এ বার তিন জেলা ঘুরে প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন দলীয় কর্মী-সমর্থকদের, সে দিকে নজর থাকবে আজ।

ভোটের প্রচারে বৃহস্পতিবারই রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ রাতে কলকাতায় পৌঁছে যাবেন তিনি। এরপর শুক্রবার এবং শনিবার মিলিয়ে তিনটি জনসভা এবং একটি রোড শো রয়েছে তাঁর। শুক্রবার ডেবরায় জনসভা করবেন শাহ। খড়্গপুরে রয়েছে রোড শো। পরের দিন, শনিবারও ছাতনা এবং বাঘমুন্ডিতে জনসভা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। এই সংক্রান্ত খবরে নজর থাকবে আজ।

আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচটি প্রচারসভা করবেন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জোড়া সাংগঠনিক বৈঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন নিজের কর্মসূচি । মমতা জনসভা করবেন মিনাখাঁ, নোয়াপাড়া, পানিহাটি, বরাহনগর এবং রাজারহাট গোপালপুরে। অভিষেক মেদিনীপুর ও ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করবেন।

আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি হয়েছে। বুধবার সকালে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার সময় ট্রাম্প জোর দিয়ে জানান, হরমুজ় প্রণালী অবিলম্বে, সম্পূর্ণ এবং নিরাপদে খুলে দেওয়ার বিষয়ে ইরান রাজি হয়েছে। পরে ইরানের তরফে হরমুজ় খুলে দেওয়ার ব্যাপারেও ইতিবাচক মনোভাব দেখানো হয়। তবে লেবাননের দক্ষিণে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজ়রায়েল। লেবাননের দক্ষিণে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ইরান সমর্থিত হিজবুল্লা গোষ্ঠী। তাদের সঙ্গে লড়াই চলছে তেল আভিভের। এ অবস্থায় পশ্চিম এশিয়ায় কী পরিস্থিতি থাকে, সে দিকে নজর থাকবে আজ।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে কালবৈশাখী ঝড়ের সতর্কতা রয়েছে আগামী কয়েক দিন। ঝড়বৃষ্টির ফলে তাপমাত্রাও কমছে। হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং উত্তর ২৪ পরগনায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। হতে পারে শিলাবৃষ্টিও। বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৭০ কিলোমিটার। উত্তরবঙ্গেও দুর্যোগ চলবে। অক্ষরেখা এবং ঘূর্ণাবর্তের জেরে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে স্থলভাগে। তাই পশ্চিমবঙ্গের উপর ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। এই সংক্রান্ত খবরের দিকে নজর থাকবে।

(৩ পাতার পর)

ভবানীপুরে জিতে দেখানোর প্রতিশ্রুতি শুভেন্দুর

ভবানীপুরেও করে দেখাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।”

প্রসঙ্গত, একুশের নির্বাচনে হটসিট ছিল নন্দীগ্রাম। মমতা বনাম শুভেন্দুর লড়াই। এবারের হটসিট ভবানীপুর। নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুরের কেন্দ্রে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন শুভেন্দু। একুশের থেকে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভবানীপুরেও মুখ্যমন্ত্রীকে হারানোর বার্তা দিচ্ছেন শুভেন্দু। শুভেন্দু ভবানীপুরে এক জনসভায় দাবি করেছেন যে, গত নির্বাচনে নন্দীগ্রামে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে পরাজিত হতে হয়েছিল, আসন্ন নির্বাচনে ভবানীপুরের মাটিতেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এসআইআর-এ ভবানীপুর থেকে চূড়ান্ত তালিকায় প্রায় প্রায় ৫০ হাজারের বেশি নাম বাদ গিয়েছে। এটা থেকেই শক্তি পাচ্ছে বিজেপি। এখানে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু মূলত অ-বাঙালি ভোট এবং স্থানীয় ব্যবসায়িক মহলের সমস্যাগুলোকে তুলে ধরেছেন।

তৃণমূল কংগ্রেস যেখানে বিজেপিকে “বহিরাগত” হিসেবে চিহ্নিত করে, সেখানে শুভেন্দু পাল্টা দাবি করেছেন যে, ভবানীপুরের মানুষ এখন আর শুধু আবেগের ভিত্তিতে ভোট দেবেন না, বরং উন্নয়নের নিরিখে পরিবর্তন আনবেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ভবানীপুর তাঁর নিজের ঘর। অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারীর জন্য এটি একটি প্রেস্টিজ ফাইট। ২০২৬-এর আগে ভবানীপুরের এই রাজনৈতিক উত্তাপ রাজ্যের বাকি ২৯৩টি কেন্দ্রেই প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

সিনেমার খবর

ফের মা হলেন বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর ও তার স্বামী আনন্দ আহুজার ঘর আলো করে এলো তাদের দ্বিতীয় সন্তান। আজ রবিবার (২৯ মার্চ) পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন এই অভিনেত্রী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগঘন পোস্টের মাধ্যমে সোনম নিজেই এই খুশির খবর ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন।

সোনম লিখেছেন, অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা নিয়ে তারা তাদের দ্বিতীয় ছেলের আগমনের কথা ঘোষণা করছেন। নতুন এই অতিথির আগমনে তাদের পরিবার পূর্ণতা পেয়েছে এবং বড় ভাই বায়ু তার ছোট ভাইকে স্বাগত জানাতে পেরে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। পরিবারের চার সদস্য হিসেবে জীবনের এই নতুন অধ্যায় শুরু করতে পেরে তারা নিজেদের ধন্য মনে করছেন।

সোনমের এই ঘোষণার পরপরই বলিপাড়ায় আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। কারিনা কাপুর খান মন্তব্যের ঘরে দম্পতিকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন, অভিনন্দন সোনম ও আনন্দ।

এ ছাড়াও রিয়া কাপুর, হুমা কুরেশিসহ অনেক তারকা ও অনুরাগী হার্ট ইমোজি দিয়ে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০২৫ সালের নভেম্বরে মা হতে যাওয়ার খবরটি প্রথম প্রকাশ্যে এনেছিলেন সোনম। ২০১৮ সালে আনন্দ আহুজার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর ২০২২ সালের আগস্টে তাদের প্রথম সন্তান বায়ুর জন্ম হয়। চার বছর পর দ্বিতীয় সন্তানের আগমনে এখন কাপুর ও আহুজা পরিবারে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে।

তীব্র সমালোচনার মুখে করণ জোহর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের প্রভাবশালী নির্মাতা ও প্রযোজক করণ জোহর সম্প্রতি তীব্র সমালোচনা ও বিতর্কের মুখে পড়েছেন। অভিযোগ উঠেছে, অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডের সঙ্গে একটি প্রচারণা অনুষ্ঠানে তিনি 'আপত্তিকর' আচরণ করেছেন।

ঘটনাটি ঘটে 'কল মি বে' ওয়েব সিরিজের দ্বিতীয় সিজনের প্রচারে। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, অনন্যা কথা বলার সময় করণ আচমকা তার পেছনের অংশে হাত দেন। এতে অনন্যা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে হাসিমুখে পোজ দেন।

ভিডিওটি সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর অনেকেই করণের এই আচরণকে অনুচিত ও অস্বস্তিকর বলে সমালোচনা করেছেন। অনেকের মতে, করণের মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে এমন আচরণ প্রত্যাশিত নয়।

এটাই প্রথম নয়—এর আগেও আরেকটি অনুষ্ঠানে অনন্যার কোমরে করণের হাত দেওয়ার একটি ভিডিও প্রকাশ পায়, যেখানে অনন্যা সেটি সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় সমালোচকরা তার আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।

তবে এই বিতর্ক নিয়ে এখনো পর্যন্ত করণ জোহর বা অনন্যা পাণ্ডে কেউই কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেননি।

উল্লেখ্য, 'কল মি বে' সিরিজটি অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং এর দ্বিতীয় সিজনের কাজ চলছে। নতুন সিজনে অনন্যার সঙ্গে শ্রুতি হাসানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

প্রিয়াংকাকে উপেক্ষা হলিউড তারকাদের, দাবি নেটিজেনদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়া গত কয়েক বছর ধরে হলিউডে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন। সম্প্রতি তিনি অস্কারের মঞ্চেও উপস্থাপনা করেছেন। ইতালির মিলানে সেই অনুষ্ঠানে প্রিয়াংকা চোপড়াকে হলিউড তারকাদের পক্ষ থেকে উপেক্ষা করার দাবি ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে সমালোচনার গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

অনুষ্ঠানপরবর্তী সময়ে এমন কিছু ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তাকে ডুয়া লিপার সঙ্গে সাবলীলভাবে আড্ডা দিতে দেখা গেছে। এ সময় সেখানে ছিলেন হলিউড অভিনেতা জেইক গেলিনহ্যাল ও অভিনেত্রী অ্যানি হ্যাথওয়েও।

সেই অনুষ্ঠানের ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, প্রিয়াংকা চোপড়া অন্য তারকাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেও তার সতীর্থরা তাকে পাত্তা দিচ্ছেন না। এমন দৃশ্যই দেখা গেছে। এরপরই সামাজিক মাধ্যমের নেটিজেনরা দাবি তোলেন, গায়িকা ডুয়া লিপাসহ বাকি তারকারা প্রিয়াংকাকে এড়িয়ে গেছেন।

এমন বিতর্কের একপর্যায়ে এক জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার প্রিয়াংকার সমর্থনে একটি ভিডিওবার্তা প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, ভারতীয় গণমাধ্যম ও নেটিজেনরা নিজেদের দেশের তারকার সাফল্য উদযাপন না করে উল্টো তাকে ছোট করার চেষ্টা করছেন।

অন্যদিকে নেটিজেনদের দাবি—হলিউডে নিজের মূল্যায়ন পাচ্ছেন না ভারতের এ দেশি গার্ল। তবে এ নেতিবাচক প্রচারের বিপরীতে প্রিয়াংকা নিজের অবস্থান পরোক্ষভাবে স্পষ্ট করেছেন। তিনি নিজে সেই ভিডিওতে 'লাইক' দিয়ে নেটিজেনদের সেই সমালোচনার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

আইপিএল

কেন রানটি নিলেন না মিলার, ভুল সিদ্ধান্তেই হার?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দারুণ এক রোমাঞ্চকর ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ১ রানে হেরে গেল দিল্লি ক্যাপিটালস। কিন্তু ম্যাচ শেষে আলোচনার কেন্দ্রে একটাই প্রশ্ন, কেন শেষের আগের বলে সিঙ্গল নিলেন না ডেভিড মিলার? গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে ২১১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে এক পর্যায়ে ম্যাচ পুরোপুরি দিল্লির নাগালে নিয়ে এসেছিলেন মিলার। লোকেশ রাহুল আউট হওয়ার পর ৩ ওভারে প্রয়োজন ছিল ৪৫ রান। তখনও কঠিন সমীকরণ, কিন্তু শেষের দিকে মিলারের ঝড়ো ব্যাটিং ম্যাচ ঘুরিয়ে দেয়।

১৯তম ওভারে মোহাম্মদ সিরাজের বলে টানা বাউন্ডারি ও ছক্কায় ২৩ রান তুলে নেন তিনি। ফলে শেষ ওভারে দরকার দাঁড়ায় ১৩ রান।

শেষ ওভারে নাটক আরও জমে ওঠে। প্রাসিধ কৃষ্ণার প্রথম বলে বাউন্ডারি, কিন্তু পরের বলেই উইকেট। এরপর কুলদীপ যাদব সিঙ্গল নিয়ে স্ট্রাইক দেন মিলারকে। চতুর্থ বলে বিশাল ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচ প্রায় জিতিয়েই ফেলেছিলেন তিনি। সমীকরণ দাঁড়ায় ২ বলে ২ রান।

কিন্তু পঞ্চম বলেই ঘটে মোড় ঘোরানো ঘটনা। শর্ট বলটি লেগ সাইডে ঠেলে সহজেই সিঙ্গল নেওয়া যেত। কুলদীপ দৌড় শুরু করেছিলেন, কিন্তু মিলার তাকে ফিরিয়ে দেন। নিজের ওপর ভরসা রেখে শেষ বল খেলতে চেয়েছিলেন তিনি।

শেষ বলটি ছিল স্লোয়ার শর্ট ডেলিভারি। মিলার টাইমিং করতে ব্যর্থ হন। রান নিতে গিয়ে রান আউট হন কুলদীপ। গুজরাট জিতে যায় ১ রানে।

ম্যাচ শেষে হতাশ মিলারকে ঘিরে সতীর্থদের সান্ত্বনা দিতে দেখা যায়। তবুও তার মুখে স্পষ্ট ছিল আক্ষেপ—হয়তো ভাবছিলেন, সেই সিঙ্গলটি নিলে অন্তত ম্যাচ টাই হতো।

ক্রিকেট বিশ্লেষকরাও একমত—এখানেই ভুল হয়েছে। ডেল স্টেইন মনে করেন, আগে ম্যাচ টাই করা নিশ্চিত করা উচিত ছিল। একই মত দিয়েছেন আম্বাতি রায়ডু।

এই হারে তিন ম্যাচে প্রথমবার হারল দিল্লি, আর গুজরাট পেল তাদের প্রথম জয়।

আমেরিকার লিগে খেলবেন অশ্বিন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপিএলসহ ভারতের সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাই বিদেশের লিগে খেলতে বাধা নেই এই স্পিনারের। এবার আমেরিকার মেজর লিগ ক্রিকেটের দল সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নের হয়ে সই করলেন তিনি।

২৮ মার্চ সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে এ কথা জানানো হয়েছে। নতুন দলে সতীর্থ হিসাবে পাকিস্তানের হ্যারিস রউফকে পাবেন অশ্বিন।

এর আগে গত বছর বিগ ব্যাশ লিগে সই করেছিলেন তিনি। কিন্তু হাঁটুর চোটে শেষ মুহূর্তে নাম তুলে নেন। পরে অস্ত্রোপচারও হয়। যদিও কী চোট এবং কীভাবে তা পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে কিছু খোলসা করেননি অশ্বিন।

ইউনিকর্নে সই করে অশ্বিন বলেছেন, গত কয়েক বছর ধরেই এমএলসি প্রমাণ করে দিয়েছে, এটা কত বড় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। গোটা বিশ্ব থেকে ক্রিকেটারেরা খেলতে যায় ওখানে। আমেরিকার ঘরোয়া ক্রিকেটারদের জন্যও একটা মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছে ওরা। এই সুযোগ হাতছাড়া করা সম্ভব ছিল না।

ইউনিকর্নের হয়ে নামলে অশ্বিনই ভারতের হয়ে খেলা প্রথম ক্রিকেটার হবেন যিনি আমেরিকার লিগে খেলবেন। এ বিষয়ে অশ্বিন বলেছেন, এটা আমার কাছে একটা বিরাট দায়িত্বের সামন। আমি চাই যত বেশি সম্ভব ম্যাচ দলকে জেতাতে এবং প্রথম বার ট্রফি এনে দিতে। পাশাপাশি ভাল মানের ক্রিকেট খেলাও আমাদের লক্ষ্য।

চোট সেরে অনুশীলনে রোনালদো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে চলতি মাসে মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে জায়গা হয়নি পর্তুগালের অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সৌদি প্রো লিগের দল আল নাসরের হয়ে খেলার সময় পেশির চোটে পড়েন ৪১ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়। তবে ইনজুরি কাটিয়ে সৌদি আরবে ফেরার একদিন পরই অনুশীলনে শুরু করেছেন রোনালদো।

পর্তুগিজ এই সুপারস্টার এক্সে দেওয়া পোস্টে আল নাসরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিজের অনুশীলনের ছবি শেয়ার করেছেন।পোস্ট করে তিনি লেখেন, "ফিরে এসে ভালো লাগছে, দেখতেও ভালো লাগছে।"

এদিকে পর্তুগালের ম্যানেজার রবার্তো মার্তিনেজ ইতোমধ্যেই জাতীয় দলের সর্বশেষ স্কোয়াডে রোনালদোর অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, রোনালদোর চোট গুরুতর নয়। তিনি সেরে ওঠার জন্য 'এক বা দুই সপ্তাহ' সময় লাগেব।

বিশ্বকাপের আগে পর্তুগিজ তারকার শতভাগ ফিট হওয়ার বিষয়ে নজর রাখছেন বলে জানানও রবার্তো মার্তিনেজ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR